সপ্তম অধ্যায়

কৃষি

দেশের সকল জনগণের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, এসডিজি ও জাতীয় কৃষি নীতি সামনে রেখে কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নে সরকার দৃঢ়কল্প। গত কয়েক বছর ধরে খাদ্য উৎপাদন অব্যাহতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সাময়িক হিসাব অনুযায়ী ২০১৭-১৮ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০৭.১৪ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ছিল ৩৮৬.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ২০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশে সরকারি ব্যবস্থাপনায় খাদ্যশস্য (গম) আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ লক্ষ মেট্রিক টন। তবে বেসরকারি খাতে মোট ৬৪.৪২ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ২৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন ও গম ৪১.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন) খাদ্যশস্য আমদানি হয়েছে । চলতি অর্থবছরে মোট ২০,৪০০ কোটি টাকা কৃষি ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ১৪,৫২০.৪২ কোটি টাকা যা লক্ষ্যমাত্রার প্রায় ৭১.১৮ শতাংশ। উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তুকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা ও কৃষি ঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তির পদ্ধতি সহজতর করা হয়েছে। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অভ্যন্তরীণ জলাশয় ও সামুদ্রিক উৎস থেকে মোট ৪১.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে যার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ১.০৪ কোটি ও পোল্ট্রির জন্য ১৬.৫৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে।

কৃষি বাংলাদেশের অন্যতম অর্থনৈতিক খাত। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে দেশের জিডিপিতে স্থিরমূল্যে কৃষি খাত (ফসল, বন, প্রাণিসম্পদ এবং মৎস্য) এর অবদান ১৪.১০ শতাংশ। সেবা খাতের প্রবৃদ্ধিতে এখাত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। কৃষির উন্নয়ন ও কৃষকের কল্যাণকে সর্বোচ্চ বিবেচনায় নিয়ে সরকার কৃষিবান্ধব রূপকল্প-২০২১, জাতীয় কৃষি নীতি, দক্ষিণাঞ্চলে কৃষি উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন এর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে।

কৃষি ব্যবস্থাপনা

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান কর্মকাণ্ড এবং জীবনীশক্তি। উৎপাদনশীলতা, আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামীণ এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে বিশাল জনগোষ্ঠীর সমৃদ্ধির জন্য কৃষি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বর্তমানে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর খাদ্য ও পুষ্টি নিশ্চিত করতে বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা সরকারের প্রধান লক্ষ্য। এ লক্ষ্য পূরণে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। এ লক্ষ্যে ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। পরমাণু ও জৈব প্রযুক্তি ব্যবহার করে লবণাক্ততা সহিষ্ণু এবং স্বল্প-সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও মাঠ পর্যায়ে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। স্বল্পসময়ে উৎপাদিত শস্যের জাত চাষের ফলে দেশের উত্তরাঞ্চলে খাদ্যাভাব দূর করে মঙ্গার অভিঘাত হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে।

সেচ সুবিধার সম্প্রসারণ ও সেচ যন্ত্রপাতির সহজলভ্যতা বৃদ্ধি, লক্ষ্যভিত্তিক কৃষি সম্প্রসারণ, ন্যায্যমূল্যে কৃষি উপকরণ সহজলভ্যকরণ ও এর সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৃষি উপকরণে পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান, কৃষিজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণ, ফসল সংরক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণসহ সকল কৃষিজাত পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা দূরীকরণ ও হাওর এলাকায় পরিকল্পিত পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে কৃষি জমির আওতা সম্প্রসারণ ও একাধিক ফসল উৎপাদনের

সুযোগ সৃষ্টি করে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। বিশাল জনগোষ্ঠীর দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নতি, পল্লী অঞ্চলের উচ্চতর প্রবৃদ্ধি, কৃষি উন্নয়ন এবং গ্রামীণ কৃষির সাথে সংশ্লিষ্ট অ-কৃষি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করে জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে।

বক্স ৭.১: জাতীয় কৃষিনীতি ২০১৩ এর উদ্দেশ্য

জাতীয় কৃষিনীতির সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ :

- টেকসই ও লাভজনক কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
- গবেষণা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ফসলের উন্নত জাত ও চাষাবাদ প্রযুক্তির টেকসই উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ করা
- যথাযথ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও উপকরণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা
- বাণিজ্যিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিযোগিতামূলক কৃষির প্রচলন করা এবং তা অব্যাহত রাখা
- জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজনযোগ্য (Adaptable) কৃষকের চাহিদা মিটাতে সক্ষম এমন স্ব-নির্ভর এবং টেকসই কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা
- কৃষি পণ্যের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করাসহ কৃষি বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন করা
- আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদামত মানসম্পন্ন কৃষি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান ও কৃষি পণ্যের রপ্তানি বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি করা
- কৃষি পণ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও কৃষি নির্ভর নতুন শিল্প স্থাপনের সুযোগ সৃষ্টি করা এবং
- জনগণের পুষ্টি চাহিদা মেটানোর উদ্দেশ্যে কৃষি বহুমুখীকরণ এবং অধিক পুষ্টিমান সম্পন্ন বিভিন্ন ফসল উৎপাদনে উৎসাহ প্রদান করা।

খাদ্যশস্য উৎপাদন

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও কৃষি মন্ত্রণালয় এর সমন্বিত হিসাব অনুযায়ী ২০১৬-১৭ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছে ৩৮৬.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন এর মধ্যে আউশ ২১.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন, আমন ১৩৬.৫৬ লক্ষ মেট্রিক টন, বোরো ১৮০.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন, গম ১৩.১২ লক্ষ মেট্রিক টন, ভুট্টা ৩৫.১৬ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.১ -এ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.১ঃ খাদ্যশস্য উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাদ্যশস্য	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
আউশ	২১.৩৩	২৩.৩৩	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮	২২.৮৯	২১.৩৪	২৭.০৯
আমন	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০	১৩৪.৮৩	১৩৬.৫৬	১৩৮.৬৪
বোরো	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৯১.৯২	১৮৯.৩৮	১৮০.১৬	১৯০.৪১*
মোট চাল	৩৩৫.৪১	৩৩৮.৯০	৩৩৮.৩৩	৩৪৩.৫৬	৩৪৭.১০	৩৪৭.১০	৩৩৮.০৬	৩৫৬.১৪*
গম	৯.৭২	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৪৮	১৩.৪৮	১৩.১২	১২.৮০*
ভুট্টা	১৫.৫২	১৯.৫৪	২১.৭৮	২৫.১৬	২৩.৬১	২৭.৫৯	৩৫.১৬	৩৮.২০*
মোট	**৩৬০.৬৫**	**৩৬৮.৩৯**	**৩৭২.৬৬**	**৩৮১.৭৪**	**৩৮৪.১৯**	**৩৮৮.১৭**	**৩৮৬.৩৪**	**৪০৭.১৪***

উৎসঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয় *লক্ষ্যমাত্রা

খাদ্য ব্যবস্থাপনা

অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সরকারিভাবে মোট খাদ্যশস্য সংগ্রহের সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১৮.৫০ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ২ লক্ষ মেট্রিক টন)। লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে শুধুমাত্র বোরো ও আমন ফসল থেকে চাল সংগৃহীত হয়েছিল ১২.৮৩ লক্ষ মেট্রিক টন, গম সংগৃহীত হয়েছিল ১ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ মোট ১৩.৮৩ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য সংগৃহীত হয়েছিল। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে অভ্যন্তরীণ খাদ্যশস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে ১২.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন (চাল ১১.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন এবং গম ১.০০ লক্ষ মেট্রিক টন)। তন্মধ্যে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত বোরো এবং আমন ফসল থেকে ৮.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন চাল সংগৃহীত হয়েছে।

খাদ্যশস্য আমদানি

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে সরকারি ব্যবস্থাপনায় দেশে খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ২০.৭১ লক্ষ মেট্রিক টন। খাদ্যশস্য আমদানির লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত প্রকৃত আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২.৯৮ লক্ষ মেট্রিক টন। বেসরকারি খাতে ২৩.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন চাল ও ৪১.৩৮ লক্ষ মেট্রিক টন গমসহ মোট ৬৪.৪২ লক্ষ মে. টন খাদ্যশস্য আমদানি করা হয়েছে ।

সরকারি খাদ্যশস্য বিতরণ

সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থার বিভিন্ন চ্যানেলে নির্ধারিত আয়ের সরকারি কর্মচারী ও নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য

সরকার খাদ্য সহায়তা দিয়ে থাকে। এর আওতায় নগদ সহায়তা (monetised) আকারে যেমন-ওপেন মার্কেট সেল (ওএমএস), ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক ও অন্যান্য এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী বা সরাসরি খাদ্য সহায়তা (non-monetised) হিসেবে যেমন-কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), টেস্ট রিলিফ (TR), ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং (VGF), ভালনারেবল গ্রুপ উন্নয়ন (VGD), গ্রাটিসাস রিলিফ (GR) ও অন্যান্য খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়।

গত ২০১৬-১৭ অর্থবছরের বাজেটে সরকারিভাবে ২৩.৬৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২২.৪১ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয় (নগদ সহায়তা খাতে ১৪.০৪ লক্ষ মেট্রিক টন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে ৮.৩৭ লক্ষ মেট্রিক টন)। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে ২১.৮২ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণের সংস্থান রাখা হয়েছে। এর বিপরীতে ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত নগদ সহায়তা খাতে যেমন-(ওএমএস, বৃহৎ জনবল, ফেয়ার প্রাইজ কার্ড, ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী, মুক্তিযোদ্ধা, গার্মেন্টস শ্রমিক) ৪.৫২ লক্ষ মেট্রিক টন এবং সরাসরি খাদ্য সহায়তা হিসেবে (কাবিখা, টিআর, ভিজিএফ, ভিজিডি, জিআর ও অন্যান্য) ৪.৯২ লক্ষ মেট্রিক টন অর্থাৎ সর্বমোট ৯.৪৪ লক্ষ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য বিতরণ করা হয়েছে।

খাদ্যশস্য ধারণ ক্ষমতা

চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশে খাদ্য গুদামসমূহের মোট ধারণক্ষমতা ২১.১৮ লক্ষ মেট্রিক টন যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরে একই সময়ের অনুরূপ।

বীজ উৎপাদন ও বিতরণ

ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি এবং খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উন্নতমানের বীজ একটি অন্যতম প্রধান ও মৌলিক কৃষি উপকরণ। ভাল বীজ এককভাবে ফসলের ফলন ১৫-২০ শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি করতে সক্ষম। বর্তমানে বিভিন্ন ফসলের জন্য চাহিদা মাফিক মানসম্মত বীজের উল্লেখযোগ্য অংশ সরকারি খাত থেকে সরবরাহ করা হয়। কিছু সংখ্যক বীজ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিও ভাল বীজ, মূলত হাইব্রীড ধান, ভূট্টা এবং শাক-সবজির বীজ সরবরাহ করছে। মানসম্পন্ন বীজের কিছু অংশ ব্যক্তি ব্যবস্থাপনায়, বিশেষ করে কৃষক পর্যায়ে উৎপাদন, সংরক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়েছে।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) সারা দেশে ২৪টি দানা শস্য বীজ উৎপাদন খামার, ২টি পাট বীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু বীজ উৎপাদন খামার, ৪টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজি বীজ উৎপাদন খামার ও ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের মাধ্যমে বীজ উৎপাদন কার্যক্রম পরিচালনা করে । এছাড়া, এ সংস্থা ৯টি উদ্যান উন্নয়ন কেন্দ্র ও ১৪টি এগ্রো-সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে উৎপাদিত বিভিন্ন ফসলের চারা, কলম, গুটি ইত্যাদি উৎপাদন ও চাষি পর্যায়ে বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সারাদেশে ১১১টি চুক্তিবদ্ধ চাষি জোনের আওতায় চাষি সংখ্যা ৯১,৪৮৭ থেকে বৃদ্ধি করে ৩,৯৮,৩২৭ জনে উন্নীত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জরিপকৃত জমির পরিমাণ ৭,৪১,৬৪০.৪২ একর।

বাংলাদেশে বীজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে চলতি ২০১৭-১৮ মৌসুমে বিএডিসি মোট ১.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত মোট ১.২৮ লক্ষ মেট্রিক টন বীজ কৃষক পর্যায়ে বিতরণ করা হয়েছে। বিএডিসির নিজস্ব খামার ও চুক্তিবদ্ধ চাষিদের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ ও ২০১৬-১৭ অর্থবছরের প্রকৃত উৎপাদন ও বিতরণ এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরের উৎপাদন ও বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.২ঃ বিএডিসির বীজ উৎপাদন ও বিতরণ কার্যক্রম

(মেট্রিক টন)

বীজের নাম	২০১৫-১৬		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	
	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ	উৎপাদন	বিতরণ* (লক্ষ্যমাত্রা)
ধান বীজ	৮০৫৪৬	৭৪৬০৭	৮৬৩৬৮	৮২০৩৮	৮৮৪৩২	৮৬৩৬৮
গম বীজ	১৬৫৩২	২০৮৬৬	১৮১৬১	১৬৫৭৫	২০০২০	১৮১৬১
ভুট্টাবীজ	৫	৫৬	১৩	৫	১৭	১৩
আলু বীজ	২৬৪৫৩	২৫১৩৪	৩২৯০১	২৫৩৫২	৩৫৪৫৫	৩২৬২৭
ডাল বীজ	১৬৯৯	১৩১৪	২৩১৫	১৬৯৯	২১৮১	২৩১৫
তৈল বীজ	৩২৬৬	১১৮৮	৭৭৫	১৫৬৭	১৫১৮	৭৭৫
পাট বীজ	৮৮০	৭২৫	৮৩৪	৭২২	১০৫০	৮৩৪
সবজি বীজ	৮৩	৭৬	৮৭	৮০	১০০	৮৭
মসলা বীজ	১০৪	৪৭	১১৭	১০৫	১১০	১১৭
সর্বমোট	১২৯৫৬৮	১২৪০৩৩	১৪১২৯৬	১২৮১৪৩	১৪৮৮৮৩	১৪১২৯৬

উৎসঃ কৃষি মন্ত্রণালয়, *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

সার

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা মেটাতে উচ্চ ফলনশীল জাত ও আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে নিবিড় চাষাবাদের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি অব্যাহত রাখা প্রয়োজন। এসব উচ্চ ফলনশীল ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির ঘাটতি মেটাতে মাটিতে জৈবসারের পাশাপাশি রাসায়নিক সার ব্যবহার করতে হয়। খাদ্যের চাহিদা বেড়ে যাওয়ার সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে ফসল উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশের কৃষিতে এককভাবে ইউরিয়া সারের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে মোট সার ব্যবহার করা হয়েছে ৪৯.৬২ লক্ষ মেট্রিক টন যার মধ্যে ইউরিয়া ২৩.৬৬ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১১-১২ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বছরভিত্তিক সার ব্যবহারের পরিমাণ সারণি ৭.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৩ ঃ কৃষিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক সার

(হাজার মেট্রিক টন)

বছর	সারের নাম										মোট
	ইউরিয়া	টিএসপি	ডিএপি	এসএসপি	এনপিকেএস	এমওপি	এএস	জিপসাম	জিংক	অন্যান্য	
২০১১-১২	২২৯৬.০০	৬৭৮.০০	৪০৯.০০	০	২০.০০	৬১৩.০০	৬.০০	১৫.০০	১২.০০		৪০৬৮.০০
২০১২-১৩	২২৪৭.০০	৬৫৪.০০	৪৩৪.০০	০	২৫.০০	৫৭১.০০	৮.৫০	৪০.০০	২৪.০০	১৯.০০	৪০২২.৫০
২০১৩-১৪	২৪৬২.০০	৬৮৫.০০	৫৪৩.০০	০	২৭.০০	৫৭৭.০০	৩.০০	১২৬.০০	৪২.০০	০.৪০	৪৪৬৫.৪০
২০১৪-১৫	২৬৩৮.০০	৭২২.০০	৫৯৭.০০	০	২৭.০০	৬৪০.০০	৬.২২	১২২.০০	৩৯.০০	-	৪৭৯১.২২
২০১৫-১৬	২২৯১.০০	৭৩০.০০	৬৫৮.০০	০	৩৯.৫৯	৭২৭.০০	৯.৯৬	২২৯.৪২	৫৩.৪৩	-	৪৭৩৮.৪০
২০১৬-১৭	২৩৬৬.০০	৭৪০.০০	৬০৯.০০	০	৪০.০০	৭৮১.০০	১০.০০	৩২৩.৩০	৫৭.৪৭	-	৪৯২৬.৭৭

সূত্র: এফএমএম, কৃষি মন্ত্রণালয়

সেচ ব্যবস্থাপনা

ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার বৃদ্ধি করে ভূ-গর্ভস্থ পানি ব্যবহার কমানোর মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং সেচ ব্যয় হ্রাসের ওপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে। ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহারকল্পে সম্ভাবনাময় এলাকার ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জলাবদ্ধতা দূরীকরণ, খাল পুনঃখনন, ভূপরিস্থ সেচনালা নির্মাণ, ভূগর্ভস্থ সেচনালা নির্মাণ, বেড়িবাঁধ নির্মাণ, সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, শক্তিচালিত পাম্প স্থাপন, গভীর নলকূপ স্থাপন, গভীর নলকূপ পুনর্বাসন, পাহাড়ি এলাকায় ঝিরিবাঁধ নির্মাণ ও কূপ খনন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সেচের আওতাধীন এলাকা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে সেচের আওতাধীন এলাকা ছিল ৫৩.২২ লক্ষ হেক্টর, যা বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ৬৬.১০ লক্ষ হেক্টর হয়েছে এবং ২০১৭-১৮ অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে ৫৫.৫৮ লক্ষ হেক্টর। নিম্নে ২০১১-১২ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত সেচকৃত জমির পরিমাণ তুলে ধরা হলোঃ

৭.৪ঃ সেচকৃত জমির আয়তন

(লক্ষ হেক্টর)

সেচ পদ্ধতি	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ লক্ষ্যমাত্রা
এলএল পিওঅন্যান্য	১১.৪৫	১১.৯৬	১২.৪৬	১২.৫১	১৩.৪২	২২.৫৯	১৪.২৫
গভীর নলকুপ	৭.৫৯	৯.৩৪	৮.৭৮	৯.৬২	১১.৯৪	৯.৫৯	১০.২২
অগভীর নলকুপ (সারফেস/ডিপ/ভেরি-ডিপসেট)	৩৪.১৮	৩২.৪২	৩২.৭৮	৩২.৩৫	২৯.৫৪	৩৩.৯২	৩১.১১
মোট সেচ	**৫৩.২২**	**৫৩.৭২**	**৫৪.০২**	**৫৪.৪৮**	**৫৪.৯০**	**৬৬.১০**	**৫৫.৫৮**

উৎসঃ বিবিএস,* ডিএই,কৃষি মন্ত্রণালয়।

পাট ফসলের উৎপাদন

পাট ও পাট জাতীয় আঁশ ফসল সারা বিশ্বে তুলার পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ আঁশ ফসল হিসাবে পরিচিতি এবং বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল। বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে কৃত্রিম তন্তুর ক্ষতিকর প্রভাব হতে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য প্রাকৃতিক তন্তু হিসাবে পাটের দিকে বিশ্বের উন্নত দেশসমূহের মনোযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। দেশে পলিথিন শপিং ব্যাগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ২০১০ সালে 'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার আইন, ২০১০' প্রবর্তন করা হয়েছে এবং উক্ত আইনবলে

'পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতামূলক ব্যবহার বিধিমালা ২০১৩' প্রবর্তন করা হয়েছে। উক্ত বিধিমালা অনুযায়ী বর্তমানে ১৭টি পণ্যে মোড়কীকরণে পাটজাত মোড়ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। উক্ত আইন এবং বিধিমালা কার্যকরের জন্য বহুমূখী পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে দেশে এবং বিদেশে পাটের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাটের জমি এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় ২০১৭ সালে ৭.৩৮ লক্ষ হেক্টর জমিতে পাট চাষ করে ৮২.৪৭ লক্ষ বেল পাট আঁশ উৎপাদিত হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করেছে। বর্তমানে পাট অনেক লাভজনক এবং কৃষকদের নগদ অর্থ উপার্জনের প্রধান উৎস।

কৃষি ঋণ

বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসহ বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলী ব্যাংককে কৃষি ঋণ কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার পাশাপাশি কৃষি ঋণ বিতরণ সহজতর করে এবং নতুন নতুন বিষয় সন্নিবেশ করে বিগত অর্থবছর সমূহের ন্যায় ২০১৭-১৮ অর্থবছরে বর্ধিত কলেবরে কৃষি ও পল্লী ঋণ নীতিমালা ও কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে কৃষি ও পল্লী ঋণের আওতা বৃদ্ধি, পল্লী এলাকায় ব্যাংকিং কর্মকান্ড সম্প্রসারণে কৌশলগত পদ্ধতি গ্রহণ, কৃষকদের অধিক হারে ব্যাংকমুখী করা তথা আর্থিক সেবায় অন্তর্ভুক্তিকরণ, আমদানি বিকল্প ফসল চাষে বাড়তি উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিশেষায়িত ব্যাংক, বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকসমূহের মাধ্যমে মোট ১৭,৫৫০ কোটি টাকা লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২০,৯৯৮.৭০ কোটি টাকা (লক্ষ্যমাত্রার ১১৯.৬৫ শতাংশ) কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মোট ২০,৪০০ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয় এবং ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক মোট ১৪,৫২০.৪২ কোটি টাকা কৃষি ও পল্লী ঋণ বিতরণ করা হয়েছে, যা লক্ষ্যমাত্রার ৭১.১৮ শতাংশ। ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ মাস পর্যন্ত কৃষি ঋণ বিষয়ক উপাত্ত সারণি ৭.৫ এ দেওয়া হলোঃ

সারণি ৭.৫ঃ বছরওয়ারি কৃষি ঋণ বিতরণ ও আদায় পরিস্থিতি

(কোটি টাকা)

অর্থবছর	বিতরণ লক্ষ্যমাত্রা	বিতরণ	ঋণ আদায়	বকেয়া
২০১০-১১	১২৬১৭.৪০	১২১৮৪.৩২	১২১৪৮.৬১	২৫৪৯২.১৩
২০১১-১২	১৩৮০০.০০	১৩১৩২.১৫	১২৩৫৯.০০	২৫৯৭৪.৯৭
২০১২-১৩	১৪১৩০.০০	১৪৬৬৭.৪৯	১৪৩৬২.২৯	৩১০৫৭.৬৯
২০১৩-১৪	১৪৫৯৫.০০	১৬০৩৬.৮১	১৭০৪৬.০২	৩৪৬৩২.৮১
২০১৪-১৫	১৫৫৫০.০০	১৫৯৭৮.৪৬	১৫৪০৬.৯৬	৩২৯৩৬.৮০
২০১৫-১৬	১৬৪০০.০০	১৭৬৪৬.৩৯	১৭০৫৬.৪৩	৩৪৪৭৭.৩৭
২০১৬-১৭	১৭৫৫০.০০	২০৯৯৮.৭০	১৮৮৪০.১৬	৩৯০৪৭.৫৭
২০১৭-১৮*	২০৪০০.০০	১৪৫২০. ৪২	১৩৫৯৬.৯৯	৪০৫০৬.৭২

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক। *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

কৃষিখাতের কতিপয় উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপ-খাত যেমন: কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম; কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ; কৃষি পণ্যের বিপণন; কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন; কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, সেচ অবকাঠামো উন্নয়ন ও সেচ কার্যক্রম; শস্য সংরক্ষণসহ সামগ্রিক কৃষি সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। এ লক্ষ্যে বেশ কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। যেমনঃ

- হাওর অঞ্চলে শস্যের নিবিড়তা বৃদ্ধিকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ
- দেশের জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণে বাংলাদেশ ফলিত পুষ্টি গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট (বারটান) এর মাধ্যমে পুষ্টি বিষয়ক গবেষণা কার্যক্রম সম্পাদন, জনসচেতনতা সৃষ্টি ও প্রশিক্ষণ প্রদান বছরব্যাপী ফল উৎপাদন প্রাপ্তি ও ব্যবহারের মাধ্যমে পুষ্টি নিশ্চিতকরণ
- কৃষি জমির যথাযথ ব্যবহার ও সারসহ অন্যান্য কৃষি-উপকরণের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে কৃষির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে সচেতনকরণ
- ভূ-গর্ভস্থ পানির উপর চাপ হ্রাস ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং রির্চাজ ওয়েলের মাধ্যমে ভূ-গর্ভস্থ পানি সমৃদ্ধকরণ
- ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র এলাকায় বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ ও সেচ প্রকল্প গ্রহণ এবং সৌরশক্তিতে

পরিচালিত পাতকূয়ার মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ সুবিধা সম্প্রসারণ

- কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিগত ৯ অর্থ বছরে বিভিন্ন ফসলের উচ্চফলনশীল নতুন নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছর হতে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত বিআরআরআই কর্তৃক ধানের ৩৫টি জাত, বিএআরআই কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের ১৭০টি জাত, বিজেআরআই কর্তৃক পাটের ৯টি জাত, বিএসআরআই কর্তৃক ইক্ষুর ৮টি জাত, সিডিবি কর্তৃক তুলার ৭টি জাত এবং বিআইএনএ কর্তৃক বিভিন্ন ফসলের ৫৫টি জাত উদ্ভাবন করা হয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া মোকাবেলায় বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও অধিক তাপমাত্রা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবন
- ক্রপ জোনিং এর মাধ্যমে কোন ফসলের জন্য কোন এলাকাটি উপযুক্ত তা নির্ধারণ
- ক্ষুদ্র ও মাঝারি নদীতে রাবার ড্যাম স্থাপনের মাধ্যমে সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি
- কৃষি পণ্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির লক্ষ্যে বাজারজাতকরণ ও গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রকল্প গ্রহণ
- কৃষি খাতে মৌসুমী শ্রমিকের ঘাটতি মোকাবেলায় কৃষি আধুনিকায়নের লক্ষ্যে খামার যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধিকরণ
- খামার যান্ত্রিকীকরণকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে কৃষকদের কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান
- বীজের সংকট দূর করে নির্দিষ্ট সময়ে কৃষকের হাতে উন্নত বীজ সরবরাহ করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বীজ হিমাগার স্থাপন
- কৃষক পর্যায়ে মান সম্পন্ন বীজ সরবরাহ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বীজ উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বিতরণ ব্যবস্থা আধুনিকীকরণ
- সেচ এলাকা বর্ধিতকরণের মাধ্যমে পতিত জমিকে আবাদি জমিতে রূপান্তরিত করার কার্যক্রম গ্রহণ
- ডিজিটাল কৃষি বাস্তবায়নে কৃষিতথ্য সেবা ও কমিউনিটি রেডিও কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধি করার জন্য কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্টেশন স্থাপন
- ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (Agriculture Information and Communication Centre (AICC) স্থাপন
- কৃষি এবং কৃষি ভিত্তিক সেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক বিভিন্ন ধরনের ই-কৃষি সেবার উন্নয়ন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কৃষি বাতায়ন, বন্ধু ফোন, Online Fertilizer Recommendation Software, Bangladesh Rice Knowledge Bank ইত্যাদি।
- আমদানীকৃত বীজের রোগ-বালাই পরীক্ষার জন্য Post-Entry Quarantine Centre স্থাপনের জন্য প্রকল্প গ্রহণ
- শস্য সংগ্রহোত্তর ফসলের ক্ষতি কমানোর কার্যক্রম (Post Harvest Management) সম্প্রসারণ
- ক্ষতিকর রাসায়নিক ও বালাইমুক্ত ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে সবজি ও ফলে জৈবিক বালাই ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম জনপ্রিয়করণ এবং মানসম্মত সবজি ও ফল উৎপাদনের জন্য জৈব কৃষি কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার জন্য প্রকল্প গ্রহণ
- সেচ কার্যক্রম দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বারিদ পাইপ/ফিতা পাইপের প্রচলন এবং সেচ কাজে প্রি-পেইড মিটার ও এনার্জি মেজারিং পদ্ধতি স্থাপন
- পাটের জেনম সিকোয়েন্সিং এর উপর প্রায়োগিক গবেষণা, পাট চাষের এলাকা চিহ্নিতকরণ ও রিবন রেটিং প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ, পাট ও পাট জাতীয় ফসলের লবণাক্ততা এবং অন্যান্য প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবন এবং বহুমুখী পাটপণ্য উদ্ভাবন সংক্রান্ত গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণ
- আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সেচ ব্যবস্থাপনা সৃষ্টি করে ভূ-উপরিস্থ পানির যথাযথ ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিতকরণ
- তুলার উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদারকরণ
- জেলা পর্যায়ে বিপণন অফিসগুলোকে ইন্টারনেট সংযোগের আওতাভুক্তকরণ এবং হাট বাজারের বাজারদর ও তথ্য কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ওয়েব সাইট www.dam.gov.bd-তে প্রচার এবং পরিবীক্ষণ জোরদারকরণ।

মৎস্য সম্পদ

মৎস্য উৎপাদন

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সর্বোপরি দারিদ্র্য দূরীকরণে খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নয়নে মৎস্য খাতের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মোট দেশজ উৎপাদনের প্রায় ৩.৬১ শতাংশ মৎস্য উপখাতের অবদান। দেশের মোট

কৃষিজ আয়ের ২৪.৪১ শতাংশ মৎস্য খাত থেকে আসে। দেশের রপ্তানি আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ আসে মৎস্য উপখাত থেকে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে প্রাণিজ আমিষের প্রায় ৬০ শতাংশ যোগান দেয় মাছ। দেশের জনগোষ্ঠীর ১১ শতাংশের অধিক এ সেক্টরের বিভিন্ন কার্যক্রমে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করে। বিগত ৫ বছরে মৎস্যখাতে গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬.২৬ শতাংশ। মৎস্যজাত উৎস থেকে প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, দারিদ্র্য বিমোচন ও রপ্তানি আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বর্তমান সরকার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। 'ভিশন-২০২১, বাংলাদেশঃ সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত দেশে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মৎস্যসম্পদ উন্নয়নের প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১) প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন এবং ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনের উদ্দেশ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজও চলমান রয়েছে। কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় বদ্ধ জলাশয় এবং সম্প্রসারিত সামুদ্রিক জলাশয়ের উৎপাদন ও ব্যবস্থাপনার জন্য সুনিদিষ্ট উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম নির্ধারণ করে তা বাস্তবায়নের ফলে বাংলাদেশ মাছ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে দেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ৪১.৩৪ লক্ষ মেট্রিক টন। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ৪২.৭৭ লক্ষ মেট্রিক টন। সারণি ৭.৬-এ ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর পর্যন্ত বিভিন্ন উৎসে মৎস্য উৎপাদন পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৬: মৎস্য খাতের বিভিন্ন উৎস হতে মাছের উৎপাদন

(লক্ষ মেট্রিক টন)

খাত	আয়তন (লক্ষ হেক্টর)	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮ (লক্ষ্যমাত্রা)
১. অভ্যন্তরীণঃ									
(ক) মুক্ত জলাশয়									
নদী ও মোহনা	৮.৫৪	১.৪৫	১.৪৬	১.৪৭	১.৬৭	১.৭৫	১.৭৮	২.৭২	২.৮১
সুন্দরবন	১.৭৮	০.২২	০.২২	০.২২	০.১৭	০.১৮	০.১৭	০.১৮	০.১৯
বিল	১.১৪	০.৮২	০.৮৫	০.৮৯	০.৮৯	০.৯৩	০.৯৩	০.৯৮	১.০০
কাপ্তাই হ্রদ	০.৬৯	০.০৯	০.০৮	০.০৯	০.০৮	০.০৮	০.০৮	০.১০	০.১১
প্লাবনভূমি	২৮.১০	৭.৯৭	৬.৯৬	৬.৮৬	৭.১৪	৭.৩০	৭.৪৫	৭.৬৬	৭.৮৪
উপ-মোট (মুক্ত জলাশয়)	**৪০.২৫**	**১০.৫৫**	**৯.৫৭**	**৯.৬১**	**৯.৯৫**	**১০.২৪**	**১০.৪৬**	**১১.৬**	**১২.০**
(খ) চাষকৃত									
পুকুর	৩.৭২	১২.২০	১৩.৯২	১৪.৭৯	১৫.২৭	১৬.১৩	১৭.৩২	১৮.৩৩	১৯.১৯
বাওড়	০.০৬	০.৫১	০.০৫২	০.০৬	১.৯৩	০.০৭	০.০৮	০.০৮	০.৪৭
অর্ধ আবদ্ধ	১.৩৩	০.০৫	১.৩২	১.৩৯	০.০৭	২.০১	২.০৪	২.২১	০.০৯
চিংড়ি খামার	২.৭৬	১.৮৫	১.৯৬	২.০৪	২.১৬	২.২৩	২.৩৪	২.৫৩	১.৫৬
পেন কালচার	০.০৮	-	-	-	০.১৩	০.১৬	০.১৩	০.১৪	০.১৫
কেজ কালচার	০.০০১	-	-	-	০.০১	০.০২	০.০২	০.১৩	০.১৪
কাকড়াঁ							০.১৩	০.০২	০.০৩
উপ-মোট (চাষকৃত)	**৭.৯৫**	**১৪.৬০**	**১৭.২৬**	**১৮.৬০**	**১৯.৫৬**	**২০.৬১**	**২২.০৬**	**২৩.৩৩**	**২৪.৩৩**
মোট (অভ্যন্তরীণ)	**৪৭.০৩**	**২৫.১৫**	**২৬.৮৩**	**২৮.৮১**	**২৯.৫১**	**৩০.৮৫**	**৩২.৫২**	**৩৪.৯৭**	**৩৬.২৮**
২. **সামুদ্রিকঃ**									
(ক) ইন্ডাস্ট্রিয়াল		০.৪১	০.৭৩	০.৭৩	০.৭৭	০.৮৪	১.০৫	১.০৮	১.১২
(খ) আর্টিসেন্যাল		৫.০৫	৫.০৫	৫.১৬	৫.১৯	৫.৫১	৫.২১	৫.২৯	৫.৩৭
মোট (সামুদ্রিক)	**-**	**৫.৪৬**	**৫.৭৮**	**৫.৮৯**	**৫.৯৬**	**৫.৯৯**	**৬.২৭**	**৬.৩৭**	**৬.৪৯**
সর্বমোট	**-**	**৩০.৬২**	**৩২.৬২**	**৩৪.১০**	**৩৫.৪৭**	**৩৬.৮৪**	**৩৮.৭৮**	**৪১.৩৪**	**৪২.৭৭**

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণি সম্পদ মন্ত্রণালয়।

মাছের রেণু ও পোনা উৎপাদন

মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির প্রধান শর্তই হচ্ছে গুণগত মানসম্পন্ন পোনার সহজলভ্যতা। পরিবেশ ও মানবসৃষ্ট বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার কারণে প্রাকৃতিক উৎসে রেণু উৎপাদনসহ পোনা উৎপাদন ও আহরণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। বিভিন্ন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাকৃতিক প্রজনন ক্ষেত্রসমূহ পুনরুদ্ধারের জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বর্তমানে হ্যাচারিগুলোতে রেণু উৎপাদনে অন্তঃপ্রজনন সমস্যা নিরসনে মৎস্য অধিদপ্তর সরকারি খামারের অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা সংগ্রহের পর তা যথাযথভাবে পালন করে গুণগতমান সম্পন্ন ব্রুড মাছ উৎপাদন করছে। এতে পোনার গুণগত মান নিশ্চিত হচ্ছে যা

স্বল্প মূল্যে অন্যান্য বেসরকারি হ্যাচারি মালিকদের কাছে বিতরণ করা হচ্ছে। বর্ধিত পোনার চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে ১৩৮টি সরকারি মৎস্য বীজ উৎপাদন খামারের পাশাপাশি বেসরকারি উদ্যোগে ৮৭২টি খামার পরিচালিত হচ্ছে। সারণি ৭.৭-এ গত কয়েক বছরের সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে মৎস্য হ্যাচারি'তে উৎপাদিত রেণু/পোনা উৎপাদন পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৭ঃ মৎস্য হ্যাচারি'তে রেণু/পোনার উৎপাদন

সাল	হ্যাচারির সংখ্যা		রেণু (মেট্রিক টন)			উৎপাদিত পোনার সংখ্যা (কোটি)		
	সরকারি	বেসরকারি	সরকারি	বেসরকারি	মোট	সরকারি	বেসরকারি	মোট
২০০৯	১১৫	৮৮০	৪.৫২	৪৫৮.১৮	৪৬২.৭০	১.৬৬	৯৬০.০১	৯৬১.৬৭
২০১০	১২০	৮৬২	৫.৫৯	৪৬০.২০	৪৬৫.৭৯	২.১১	৯৮৩.৮৭	৯৮৫.৯৮
২০১১	১২৫	৮৪৫	৬.৮৪	৬১৭.৬৪	৬২৪.৪৮	২.১২	৮১৮.২১	৮২০.৩৩
২০১২	১২৫	৯০২	৯.০৭	৬২৬.৫২	৬৩৫.৫৯	২.১৪	৮২২.৬২	৮২৪.৭৬
২০১৩	১৩৪	৮৮৭	৯.০৪	৪৭৭.৩৪	৪৫৯.১১	১.৩৫	৯০০.১৫	৯০১.৫০
২০১৪	১৩৬	৮৯৩	৯.৮৭	৪৯২.৪৭	৫০২.৩৪	২.৩৪	১০২৮.৩৩	১০৩২.৬১
২০১৫	১৩৬	৮৫৭	১০.৪৬	৭০৫.১৯	৭১৫.৬৫	২.৫৯	৮২৮.০২	৮৩০.৬১
২০১৬	১৩৭	৮৯৯	১১.১৮	৬৬৮.২০	৬৭৯.৩৮	২.৭৮	৮২৮.৪৭	৮৩১.২৫
২০১৭	১৩৮	৮৭২	১২.৪৯	৬৭০.০৯	৬৮২.৫৮	২.৫২	৮৭৯.১২	৮৮১.৬৪

উৎসঃ মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়।

জাটকা সংরক্ষণ কর্মসূচি

ইলিশ সম্পদের স্থায়িত্বশীল উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা নিশ্চিত করতে সরকার নানা প্রকার সময়োপযোগী এবং বাস্তবমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ সকল কার্যক্রমসমূহ সমন্বিতভাবে বাস্তবায়নের ফলে বিগত আট বছর থেকে ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধির ধারা অব্যাহত রয়েছে। সরকার ইলিশ রক্ষা ও উন্নয়নে যে কর্মসূচিগুলো বাস্তবায়ন করছে সেগুলো হলো-

- জাটকা রক্ষায় নভেম্বর থেকে জুন পর্যন্ত জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে জেলেদের ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান;
- জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থান কার্যক্রমের জন্য উপকরণ সহায়তা বিতরণ;
- নির্বিচারে জাটকা নিধন বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি নভেম্বর হতে জুন মাস পর্যন্ত মৎস্য সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন;
- মা ইলিশ রক্ষায় প্রধান প্রজনন মৌসুমে মোট ২২ দিন প্রজনন এলাকাসহ সমগ্র দেশব্যাপী ইলিশ আহরণ, বিপণন ও পরিবহণ বন্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং আইন বাস্তবায়ন;
- প্রতি বছর জাটকা রক্ষায় সামাজিক আন্দোলন সৃষ্টির লক্ষ্যে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদযাপন।

জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে চিহ্নিত ৫টি ইলিশ অভয়াশ্রমে ইলিশসহ অন্যান্য মাছ ধরা বন্ধে বিভিন্ন গণমাধ্যমে যথাযথ প্রচার কার্যক্রম গ্রহণ করে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়েছে। এছাড়াও, মৎস্য সংরক্ষণ আইনের আওতায় প্রজনন মৌসুমে মা ইলিশ সংরক্ষণ, অবাধ প্রজনন নিশ্চিতকরণ ও নির্বিচারে জাটকা আহরণ বন্ধে জেলা প্রশাসন, বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোষ্টগার্ড, র‍্যাব, বিজিবি এবং বিএফআরআই- এর সমন্বিত যৌথ অভিযান ও মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ সকল পদক্ষেপ গ্রহণ ছাড়াও জাটকা আহরণ নিষিদ্ধ সময়ে সরকার সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় দেশের উপকূলীয় এলাকার জেলেদের জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তার পরিমাণ ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে। এর আওতায় ২০১০ হতে ২০১৮ পর্যন্ত ৩৯,৭৮৭ টি পরিবারকে মোট ২,৬৮,৮১৪.৭২ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মা ইলিশ ধরা বন্ধের সময়েও ভিজিএফ চাল দেওয়া হয়েছে। এর আওতায় বিগত দুইবছরে ৩,৮৪,৪৬২টি পরিবারকে ২০ কেজি হারে মোট ১৪,৮২৩.৭০ মে.টন ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। জাটকা সংরক্ষণ, অভয়াশ্রম ব্যবস্থাপনা এবং ইলিশ প্রজনন সুরক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের ফলে ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে প্রায় ৪.৯৬ লক্ষ মেট্রিক টন ইলিশ উৎপাদিত হয়, যা ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে ছিল ২.৯৯ লক্ষ মেট্রিক টন।

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনা

বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় মৎস্য উৎপাদনকারী দেশের মাঝে বাংলাদেশ অন্যতম। ২০১৬-১৭ সালের অথ্য অনুসারে বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদন ৪১.৩৪ লক্ষ মে.টন যার মধ্যে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ৬.৩৭ লক্ষ মে.টন। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার ও ভারতের সাথে

বঙ্গোপসাগরের সীমা নির্ধারণী আন্তর্জাতিক আদালতের (ITLOS) যুগান্তকারী রায়ে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে। ব্লু ইকোনমি বাস্তবায়নে বাংলাদেশ পাইলট কান্ট্রি হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন থেকে শুরু করে খাদ্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সমুদ্রের গুরুত্ব অপরিসীম। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের সর্বোচ্চ সুযোগকে কাজে লাগিয়ে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর তথা মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় হতে একটি স্বল্প, মধ্যম এবং দীর্ঘমেয়াদি সামুদ্রিক উন্নয়নের কর্মপন্থা Plan of Action প্রণয়ন করা হয়েছে।

মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি

বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাত ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশ থেকে গুণগত মানসম্পন্ন হিমায়িত চিংড়ি ও মৎস্যজাত পণ্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জাপান, ফ্রান্স, হংকং, সিংগাপুর, সৌদি আরব, সুদানসহ অন্যান্য দেশে রপ্তানি হয়। Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP) পদ্ধতি প্রর্বতনের মাধ্যমে গুণগত মানসম্পন্ন চিংড়ি রপ্তানি কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় এখাতে আশাতীত সাফল্য অর্জিত হয়েছে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের নির্ধারিত মান নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের আওতায় চিংড়ি উৎপাদন থেকে ভোক্তা পর্যায়ে সকল স্তরে মৎস্যজাত পণ্যের মান নিয়ন্ত্রণের জন্য HACCP এবং ট্রেসেবিলিটি (Traceability) ব্যবস্থাপনা কার্যকর করার সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে ০.৬৮ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৪,২৮৭.৬৪ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। এছাড়া, চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত) ০.৪৮ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানি করে ৩,১৮৪.১২ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে।

প্রাণিসম্পদ

স্থিরমূল্যে ২০১৬-১৭ অর্থবছরের জিডিপিতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান প্রাক্কলন করা হয়েছে ১.৬০ শতাংশ। সার্বিক কৃষি খাতে প্রাণিসম্পদ উপখাতের অবদান ১৪.৩১ শতাংশ। দৈনন্দিন খাদ্যে মানব দেহের অত্যাবশ্যকীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, চাষাবাদ, চামড়া এবং চামড়াজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন ও রপ্তানিতে এবং বিশেষ করে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে এ উপখাতের ভূমিকা অপরিসীম। গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির চিকিৎসা সেবাপ্রদান, রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকা উৎপাদন ও বিতরণ, স্বল্পমূল্যে হাঁস-মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, জাত উন্নয়নের জন্য উৎপাদিত তরল ও হিমায়িত সিমেন দ্বারা কৃত্রিম প্রজনন কার্যক্রম সম্প্রসারণ, খামারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান প্রভৃতি প্রাণিসম্পদ খাতের উন্নয়নের লক্ষ্যে গৃহীত উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত দেশে গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৫.৫০ কোটি এবং ৩৩.৪৯ কোটি। সারণি ৭.৮-এ দেশে প্রাণি ও পাখির পরিসংখ্যান দেয়া হলোঃ

সারণি ৭.৮ঃ প্রাণি ও পাখির সংখ্যা

(লক্ষ)

প্রাণি/পাখি	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
গরু	২৩১.২১	২৩১.৯৫	২৩৩.৪১	২৩৪.৮৮	২৩৬.৩৬	২৩৭.৩৫	২৩৯.৩৫	২৪০.৩৫
মহিষ	১৩.৯৪	১৪.৪৩	১৪.৫০	১৪.৫৭	১৪.৬৪	১৪.৭১	১৪.৭৮	১৪.৮২
ছাগল	২৪১.৪৯	২৫১.১৬	২৫২.৭৬	২৫৪.৩৯	২৫৬.০২	২৫৭.৬৬	২৫৯.৩১	২৬০.৪১
ভেড়া	৩০.০২	৩০.৮২	৩১.৪৩	৩২.০৬	৩২.৭০	৩৩.৩৫	৩৪.০১	৩৪.৪৫
মোট গবাদি প্রাণি	৫১৬.৬৬	৫২৮.৩৬	৫৩২.১১	৫৩৫.৯০	৫৩৯.৭২	৫৪৩.৫৭	৫৪৭.৪৫	৫৫০.০৩
মোরগ মুরগি	২৩৪৬.৮৬	২৪২৮.৬৬	২৪৯০.০০	২৫৫৩.১১	২৬১৭.৭০	২৬৮৩.৯৩	২৭৫১.৮০	২৭৯৭.০৯
হাঁস	৪৪১.২০	৪৫৭.০০	৪৭২.৫৩	৪৮৮.৬১	৫০৫.২২	৫২২.৪০	৫৪০.১৬	৫৫২.০০
মোট হাঁস - মুরগি	২৭৮৮.০৬	২৮৮৫.৬৬	২৯৬২.৬৪	৩০৪১.৭২	৩১২২.৯৩	৩২০৬.৩৩	৩২৯২.০০	৩৩৪৯.০৯

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। * ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

প্রাণিজ উৎস হতে দেশে উৎপাদিত খাদ্যপণ্য যেমন: দুধ, মাংস (গরু, ছাগল, হাঁস-মুরগি) এবং ডিমের পরিমাণ নিয়মিতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৯-১০ অর্থবছর থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছর (ফেব্রুয়ারি ২০১৮) পর্যন্ত প্রাণিজাত পণ্যের উৎপাদন সারণি ৭.৯-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ৭.৯ঃ দুধ, মাংস ও ডিমের উৎপাদন

দ্রব্য	একক	উৎপাদন								
		২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮*
দুধ	লক্ষ টন	২৩.৬৫	২৯.৪৭	৩৪.৬৩	৫০.৬৭	৬০.৯০	৬৯.৭০	৭২.৭৫	৯২.৮৩	৫৯.৪৯
মাংস	লক্ষ টন	১২.৬৪	১৯.৮৬	২৩.৩২	৩৬.২০	৪৫.২০	৫৮.৬০	৬১.৫২	৭১.৫৪	৫৬.৫৫
ডিম	লক্ষ টি	৫৭৪২৪	৬০৭৮৫	৭৩০৩৮	৭৬১৭৩	১০১৬৮০	১,০৯,৯৫২	১,১৯,১২৪	১,৪৯,৩৩১	৯৩২৭৮.৭২

উৎসঃ প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়। *ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত।

গবাদি প্রাণির কৃত্রিম প্রজনন

বর্তমানে সাভারস্থ কেন্দ্রীয় কৃত্রিম প্রজনন গবেষণাগার ও জেলা কেন্দ্রে রক্ষিত উন্নত জাতের ষাঁড়ের সিমেন সংগ্রহ করে তরল ও হিমায়িত উপায়ে সমগ্র দেশব্যপী কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। দেশের ৩,৮৮০টি কৃত্রিম প্রজনন উপ-কেন্দ্র ও পয়েন্টের মাধ্যমে হিমায়িত ও তরল সিমেন ব্যবহার করে কৃত্রিম প্রজনন সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। চলতি ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত কৃত্রিম প্রজননকৃত গাভীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪.০১ লক্ষ।

প্রতিরোধক টিকা ও চিকিৎসা প্রদান

প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর গবাদিপ্রাণি ও হাঁস-মুরগির বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধ করার জন্য বর্তমানে ১৭ প্রকারের টিকা উৎপাদন, বিতরণ ও প্রয়োগ করে আসছে। ২০১৭-১৮ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত গবাদিপ্রাণির জন্য ১.০৪ কোটি ডোজ এবং পোল্ট্রির জন্য ১৬.৫৮ কোটি ডোজ টিকা উৎপাদিত হয়েছে। একই সময়ে উৎপাদিত ও পূর্বের মজুত থেকে মোট ১.৩১ কোটি গবাদিপ্রাণির ও ১৩.৪০ কোটি ডোজ হাঁস-মুরগির টিকা প্রয়োগ করা হয়েছে। টিকা উৎপাদন কার্যক্রম জোরদার করার জন্য 'টিকা উৎপাদন প্রযুক্তি আধুনিকায়ন ও গবেষণাগার সম্প্রসারণ' প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়াও ট্রান্সবাউন্ডারী রোগ প্রতিরোধের জন্যে জলবন্দর, স্থলবন্দর ও বিমান বন্দরসমূহে 'প্রাণিরোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ' প্রকল্পের মাধ্যমে ২৪টি এ্যানিমেল কোয়ারেন্টাইন স্টেশনে কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

সার্বিক কৃষি খাতের বাজেট

দেশের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, দারিদ্র্য নিরসন ও জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সার্বিক কৃষি খাতে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে কৃষি, খাদ্য এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে মোট ১৯,৪০৯ কোটি টাকা (অনুন্নয়ন খাতে ১৬,১৭১ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ৩,২৩৮ কোটি টাকা) বরাদ্দ রয়েছে, যা মোট বাজেটের ৪.৮৪ শতাংশ। দেশজ কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদানের জন্য সার ও অন্যান্য কৃষি কার্যক্রমের ভর্তুকি বাবদ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেটে ৯,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কৃষি ভর্তুকি বাবদ বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জানুয়ারি ২০১৮ পর্যন্ত ৬৯৬.৬১ কোটি টাকা ছাড় করা হয়েছে। তাছাড়া কৃষি পুনর্বাসন সহায়তা বাবদ বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০০ কোটি টাকা এবং ইতোমধ্যে সমুদয় অর্থ ছাড় করা হয়েছে।